প্রকল্পে প্রকল্পে সাজানো

আমার সোনার বাংলা

র‍্যাজ্যের সফল প্রকল্পগুলি নিয়ে **অজিতেশ করের** চিত্রে ও বিভাগীয় সম্পাদকীয় শাখার আধিকারিকদের লেখায় এই প্রকাশনাটি প্রস্তুত করা হল।

ঘরের দিদি মুখ্যমন্ত্রী

এই প্রথম ঘরের দিদি মুখ্যমন্ত্রী। কাঁকড়াঝোড়ের অমল মুর্মুর আনন্দ আর ধরে না। ঘরে ঘরে আলো, বিশুদ্ধ খাবার জল। আবার শুরু হল স্কুল যাওয়া। বই, খাতা, ব্যাগ, জামা, জুতো, খাওয়া। তারপর সবুজ সাথীর সাইকেল। বড়দিদির কন্যাশ্রী-র টাকা। শিক্ষাশ্রী-র টাকাও পাচ্ছে অমল। হাঁড়িতে সবসময়ই দু-টাকা কেজি চাল, আটা। মুখ শুকনো করে আর পেটে খিদে নিয়ে ঘুরতে হয় না অমলকে। অমলের হারাম্বা অর্থাৎ দাদু ও বুড়িগ অর্থাৎ ঠাকুমা দুজনেই বার্ধক্যভাতাও পাচ্ছেন। জঙ্গলমহলের দুঃস্বপ্ন শেষ হয়েছে। অমল ভাবে, এখানে তখন অপদেবতা ভর করেছিল।

এখন কত খুশিতে সকলে মাদল বাজায়, নাচে, ফুটবল খেলে। রাস্তাঘাট কত ভালো হয়ে গিয়েছে। বাইরে থেকে কত মানুষ আসে 'জঙ্গলমহল'-এ ঘুরতে। জোছনা রাতে অপরূপ হয়ে ওঠে অমলদের গ্রামও। হাতির আনাগোনা আছে এখানে। তবু এখন কত না সুখে দিন কাটে অমলদের।

দিদির জন্যই অমলদের এই সুখ, শান্তি। ওই খারাপ মানুষগুলো কত যন্ত্রণা দিয়েছে এই জঙ্গলমহলের মানুষদের। এত অত্যাচার ভাবা যায় না। দিদির ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে অমল। ওদের জীবনে অন্ধকার দূর হয়েছে। দিদি জিতেছে লড়াইয়ে। দিদির সঙ্গে ওরাও লড়াই-এ সাড়া দিয়েছে। শান্তির জন্য সবসময় ওরা দিদির সঙ্গে রয়েছে। থাকবে।

কন্যাশ্রীরাই নতুন যোদ্ধা

মেয়েদের আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে 'কন্যাশ্রী'। বিশ্বজুড়ে তাই 'কন্যাশ্রী'-র জয়জয়কার। মমতাদিদি মেয়েদের চোখের সামনের কালো পর্দাটা একটানে সরিয়ে দিয়েছেন।

এতদিন মেয়ে মানেই যেন হেলাফেলার বস্তু। ঘরের কোণে ফেলে রাখা একমুঠো ধুলো। তার আবার শখ-আহ্লাদ, স্বাধীনতা, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন। তাও কি হয়? যত পারো ওকে দিয়ে ঘরের কাজ করাও আর তাড়াতাড়ি পাত্রস্থ করে পরের ঘরে বিদেয় কর। এই তো ছিল মেয়েদের চিরন্তন জীবনগাথা। কতজনের দিন গেল এভাবেই। কেউ তো ভাবেনি! আপত্তি করেনি! হয়তো চোখের জল ফেলেছে কেউ কিন্তু প্রতিবাদ? কী হবে সে সব করে? কে ভাবে ওই এককোঁটা মেয়ের মনের মেঘ-রোদ্দুর নিয়ে? ভাবলেন যিনি তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন—স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে ১৩ থেকে ১৮-র মেয়েরা পাবে বছরে ১০০০ টাকা করে।

১৮-র বেশি আবার ১৯-এর কম বয়স যে মেয়েদের তারা অবিবাহিত থেকে পড়াশোনা চালিয়ে গেলে পাবে এককালীন ২৫ হাজার টাকা। আর তারও পরে? স্নাতকস্তরে মাসে আড়াই হাজার টাকা বিজ্ঞান বিভাগের মেয়েদের জন্য। আর কলা বিভাগের জন্য মাসে ২ হাজার।

এরাই এ রাজ্যের নতুন যোদ্ধা, এরাই মুখ্যমন্ত্রীর সাধের কন্যাশ্রী বর্তমানে যাদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ। এতে একদিকে যেমন ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বিয়েটা ঠেকিয়ে রাখা গেল, তেমনই মেয়েটার সামাজিক আর অর্থনৈতিক ভিতও নড়বড়ে রইল না। তারই অ্যাকাউন্টে টাকা আসে, নিজের সিদ্ধান্তে দরকারে সংসারে দুটো পয়সা তো সেও দিতে পারবে। গুরুত্ব পাবে তারও মতামত। আবার অন্যদিকে মা হওয়ার আগে সময় পাবে নিজের শরীর ও মন গড়ে নেওয়ার। আর হয়তো এভাবেই একদিন দূর হবে ছেলেবেলায় বিয়ের ছেলেখেলা। কারণ, বিয়ের এই অকালবোধনই একটি মেয়ের জীবনে ডেকে আনে সর্বনাশ, বহুক্ষেত্রেই তারা হয় পাচারকারীদেরও শিকার।

কন্যাশ্রী প্রকল্প তাই শুধু বয়ঃসন্ধির মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তা নয়—বেড়েছে মেয়েদের আত্মমর্যাদাবোধ। আমূল বদলে গিয়েছে তাদের চিন্তাধারা। তৈরি হয়েছে কন্যাশ্রী ক্লাব। স্কুলের মেয়েদের জন্য একটা নিরাপদ প্ল্যাটফর্ম। যেখানে তারা নিজেদের সমস্যা, আশঙ্কা, অভিজ্ঞতা অন্যের সঙ্গে মন খুলে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পায়।

আর এই ভাগ করে নেওয়াই যেন বদলে দিয়েছে তাদের—জোর দিয়েছে নিজেদের ভালোর জন্য সমাজের খারাপ দিনগুলোর পরিবর্তন চাইতে।

বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাবালিকাদের বাবা-মায়ের মন বদলে দিচ্ছে তারা। তরুণ তুর্কিদের যুক্তির কাছে হার মানছে সব বাধাই। ১৮-র আগে আর বিয়ে নয়। কন্যাশ্রীরা আজ অটল।